এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

নভেম্বর ২০১১

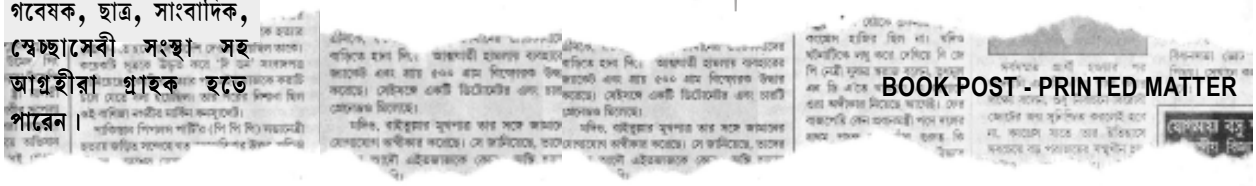

BOOK POST - PRINTED MATTER

গঙ্গাস্তোত্র

১৭/৬৫

অস্ট্রেলিয়া রেডিয়ো-জকি কিলি স্যান্ডিল্যান্ডেস গঙ্গাকে 'আবর্জনার স্তূপ' বলেছেন। বিশাল ভারত সংস্থা নামের এক সংগঠন এর প্রতিবাদে স্যান্ডিল্যান্ডেস-এর কুশপুতুল দাহ করেছে। সংগঠন অস্ট্রেলিয়াকে ক্ষমা চাইতে বলেছে। স্যান্ডিল্যান্ডেস দেশকে অবমাননা করেছেন। গঙ্গা যদিও একইভাবে বইছে। গঙ্গার জলে একইভাবে থেকে যাচ্ছে আর্সেনিক-ক্রোমিয়াম-পারদ বিষ, পশু-মানুষের গলিত শব আর কোটি কোটি ব্যাকটেরিয়া।

গড্ডলিকা ?

১৭/৬৬

মার্কিন গবেষণা সংস্থা এনভায়রনমেন্টাল ওয়ার্কিং গ্রুপ এক সহায়িকা বানিয়েছে। এই সহায়িকায় মাছ-মাংস, দুধের জিনিস ও সবজি, পরিবেশ-জলবায়ু-প্রাণীকল্যাণে কী প্রভাব ফেলে তা দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে, ভেড়া-গোমাংস-চিজ থেকে বেরোনো গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ কুড়িটি চলিত মাছ-মাংস-দুধ উদ্ভিদজাত সামগ্রীর চেয়ে বেশি। বলা হয়েছে, চার আউন্স গোমাংস থেকে যে গ্রিন হাউস গ্যাস তা একটা মোটর ছয়মাইল পেরোলো যে পরিমাণ গ্যাস বেরোয় তার সমান। সুপারিশ রয়েছে পাঁঠা-ভেড়ার মাংস কম খাওয়ার, কারণ এই মাংস থেকে নাকি হৃদরোগে মৃত্যুর আশঙ্কা ২৭ শতাংশ।

সবুজ নকশা !

১৭/৬৭

দেশে নতুন পরিবেশ সুরক্ষা নকশা। জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পরিকাঠামো ও বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে খসড়া বানাবে। রাজ্য তার রূপায়ণ করবে। লক্ষ্য, পরিবেশ নিয়মবিধি তদারকিতে জেলা শাসকের চাপ কমানো ও বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি আটকানো। পরিবেশ মন্ত্রক সচিব বলেছেন, এর জন্য প্রতি রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে।

জংলি ?

১৭/৬৮

বন-পরিবেশ মন্ত্রকের পরিবেশ-ছাড়পত্র না মেলায় উন্নয়ন হচ্ছে না বলে চারপাশে অভিযোগ। কিন্তু গত পাঁচ বছরে মন্ত্রক আটহাজার প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। যা এখন অব্দি সব থেকে বেশি। এমন কথা বলেছে সিএসই। সিএসই এই নিয়ে সমীক্ষা করেছে। সমীক্ষায় বাছা হয়েছে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, সিমেন্ট, লোহা-ইস্পাত ও খনি শিল্পকে। দেখা গেছে ২০০৭ থেকে চলতি বছরের আগস্ট অব্দি মন্ত্রক ৮, ২৮৪ টি শিল্প স্থাপনে দিয়ে দিয়েছে ২০৩, ৫৭৮ হেক্টর বনভূমি।

জঙ্গলের দেশ ?

১৭/৬৯

দেশে অরণ্যের আয়তন মোট আয়তনের কুড়ি শতাংশ। সরকার বলেছে দশ বছরে তাকে ৩৩ শতাংশ করতে হবে। এর জন্য এক উদ্যোগ এসেছে। উদ্যোগের নাম 'সবুজ ভারত মিশন'। ২০০৮-এ এই মিশন তৈরি। এই মিশন জলবায়ু বদলজনিত সমস্যা মোকাবিলার ৮টি মিশনের একটি। এই জন্য নিয়োগ হবে একলক্ষ যুবক, অরণ্যের আওতায় আনা হবে ৫০ লক্ষ হেক্টর জমি। সংকটগ্রস্ত পার্ক-তৃণভূমি, জলাভূমি ও খোলা জায়গা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতেই এই উদ্যোগ।

১৭/৭০

সারা বিশ্বে ডাক্তার-রোগীর অনুপাত বিচারে রোগী-প্রতি ডাক্তার সময় দেয় এক মিনিটেরও কম। ভারতে আবার মাথাপিছু ডাক্তারও কম। এই ক্ষেত্রে ভারত ইরাক ও পাকিস্তানের পেছনে। পাকিস্তান ও ইরাকে ১২৩৫ ও ১৪৪৯ জনপ্রতি ডাক্তার। ভারতে এই সংখ্যা ১৬৬৭। আবার দেশের ভেতরে রাজ্যে রাজ্যে তারতম্য। কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, কেরালায় ৬৬৭,৭৬৯, ৭১৪ ও ৮৭৭ জন-প্রতি ডাক্তার। এদিকে উত্তরপ্রদেশ, বিহারে ৩১২৫ ও ৪৭৬১ আর পশ্চিমবঙ্গে ১৪০৮। ফি বছর ভারত ৩৬৬০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরি করে। সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এর দ্বিগুণ করে। বিশ্বজুড়ে যত ভারতীয় চিকিৎসক তার সংখ্যা দেশে থাকা চিকিৎসকের সংখ্যার সমান।

দুরাত্মাবাবু

১৭/৭১

দেশে বায়োটেকনোলজি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া আইন ২০১১ আসছে। এই দায়িত্ব পেয়েছে বিজ্ঞান ও কারিগরি মন্ত্রক। জিনশস্য নিয়ে আগে কাজ করেছে পরিবেশমন্ত্রক। জিনশস্যের সঙ্গে স্বাভাবিক যোগ স্বাস্থ্যমন্ত্রকের। কিন্তু এই দুই-মন্ত্রক আইনের দায়িত্ব পায়নি। বিজ্ঞান ও কারিগরি মন্ত্রকই এখন জিনশস্য-গবেষণার আর্থিক সহযোগের উৎস।

আলো না অন্ধকার!

১৭/৭২

ভারতে সিএফএল বাতিতে পারদ বাড়ছে। পারদ নির্দিষ্ট সীমা ছাড়াচ্ছে। এই নিয়ে অভিযোগ উঠছে। এসব জেনেছে এক বেসরকারি সংগঠন। এই সংগঠন ২২ নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করেছে। ইউরোপ-আমেরিকা থেকে ভারতে নাকি এই পারদ ব্যবহার বেশি। বাজার দখলে কম ওয়াটের আলোতে দেওয়া হচ্ছে বেশি পারদ। পারদে উজ্জ্বলতা বাড়ে। কিন্তু পারদ থেকে যকৃতের ক্ষতি হয়, স্নায়ুরোগ বাড়ে।

যাঃ উড়ে গেল..!

১৭/৭৩

পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে ফড়িং উধাও হচ্ছে। পশ্চিমঘাটের জীববৈচিত্র জগৎখ্যাত। সেখান থেকেই লোপ পাচ্ছে ড্যামসেল ফ্লাই ও ড্রাগন ফ্লাই। আইইউসিএন সমীক্ষা চালিয়েছে এখানে। আইইউসিএন মানে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস। তারা এখানে ১৭১ প্রজাতির ফড়িং-এর চলতি অবস্থার সন্ধান করে। সন্ধান করে তার চারটিকে বিপন্ন, ছয়টিকে প্রায়-বিপন্ন ও ১১৫টি বিপন্মুক্ত তালিকায় আছে বলে জানায়। এর কারণ নাকি পাহাড়-গায়ের চা-কফি-এলাচ-রবার বাগানের রাসায়নিক কীটনাশক। এইসব তথ্যে আইইউসিএন উদ্বেগও প্রকাশ করে।

শর্মিলার দেশে?

১৭/৭৪

উন্নয়নের ধাক্কা মণিপুরে। মণিপুরের লোকতাক উত্তর-পূর্ব ভারতের সেরা মিষ্টিজলের হ্রদ। এখানেই হবে এক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। লেক শুকিয়ে যাচ্ছে। লেকের জলের ওপর হাজার মানুষের জীবন-জীবিকা লোপাট হতে যাচ্ছে। মানুষজনকে ঘরবাড়ি-চাষজমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। গণবিক্ষোভ জারি। এদিকে সরকার অনড়।

দুম..ম!!

১৭/৭৫

শব্দবাজি-টিভি বিজ্ঞাপনে মানুষ বধির হচ্ছে, মানুষের অবসাদ রোগ হচ্ছে। আমেরিকা-ইংল্যান্ডে টিভি-বিজ্ঞাপন সম্প্রচার শব্দ-মাত্রা সাধারণ সম্প্রচারের শব্দমাত্রার মতো করতে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কারণ টিভি-বিজ্ঞাপনের শব্দ-মাত্রা বেশ জোরালো। যা কমবেশি ১২০ ডেসিবেলে পৌঁছায়। যা থেকে অসহিষ্ণুতা বাড়তে পারে, অবসাদ বাড়তে পারে বা আমৃত্যু বধির হয়ে যেতে পারে যে কেউ।

ক্ষOY

১৭/৭৬

খেলনা কোম্পানি খেলনা নমনীয় করতে খেলনায় প্যাথলেটস দিচ্ছে। প্যাথলেটস দিলে খেলনা চেবোনোও যায়। এমন ঘটছে এদেশে। সিএসই-র সমীক্ষায় এসব এসেছে। তারা ৬০ ভাগ হালকা ও ২০ ভাগ ভারী খেলনায় প্যাথলেটস পেয়েছে। এই ঘটনা ২০১০-এর। প্যাথলেটস মারমুখী দূষক। ব্যুরো অফ স্ট্যান্ডার্ডস খেলনা শিশু-উপকরণে প্যাথলেটস নিয়ন্ত্রণে আইন আনছে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

কে-নিয়া যায় ?

১৭/৭৭

কেনিয়ায় একটনের বেশি হাতির দাঁত উদ্ধার। সংখ্যায় যা ১১৫টি। উদ্ধার হয়েছে নাইরোবি বিমানবন্দরে। গত বছর উদ্ধার হয়েছিল দু টন। যার ভেতর পাঁচটি গণ্ডারের খড়্গও ছিল। এই নিয়ে এখন অব্দি কেউ গ্রেফতার হয়নি।

সু মাত্রাছাড়া !

১৭/৭৮

ইন্দোনেশিয়ায় তুরন্ত বেগে জঙ্গল লোপাট হচ্ছে। লোপাট হচ্ছে সুমাত্রা দ্বীপে। এই দ্বীপে বুকিত টাইগাপুলু বলে জঙ্গল আছে। এই জঙ্গল নাশ করছে ব্যারিটো প্যাসিফিক টিম্বার। এর ফলে সুমাত্রার বাঘ বিপন্ন হচ্ছে। বাঘ জঙ্গল ছাড়া হচ্ছে। ডব্লু ডব্লু এফ এই জঙ্গলে গিয়ে ছবি তুলেছে। তারা জঙ্গল বাঁচাতে সর্বস্তরের সরকারের কাছে আবেদন করেছে। ইন্দোনেশিয়া গাছ কাটা নিয়ে দু বছরের নিষেধাজ্ঞা জারি করবে। কিন্তু এই নিয়ে আইন আসবে এমন কথা শোনা যাচ্ছে না।

হালুম !

১৭/৭৯

কর্ণাটকের কুদেরমুখ ন্যাশনাল পার্কে শীঘ্র 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' বলে ঘোষিত হবে। এমন জানিয়েছিলেন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ। কর্ণাটক সরকার কিনা কুদেরমুখে কম্যান্ডো শিক্ষাশিবির বানাবে ঠিক করেছিল, কুদেরমুখে আয়রন ওর কোম্পানি এখানে ইকোটুরিজমের প্রস্তাব দিয়েছিল। মন্ত্রক বলছে, এই অরণ্যের উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি রক্ষাই প্রথম ও শেষ কাজ।

বুশ হুশ...শ !

১৭/৮০

আমেরিকায় বিপন্ন প্রজাতি রক্ষা আইন বলে এই আইন আছে। এই আইনটা আগের রাষ্ট্রপতি বুশ পার্ষদদের না মানতে বলেছিলেন। ওবামা এখন তা মানতে বলেছেন। বুশ বলেছিলেন আগে উন্নয়ন, পরে প্রজাতি রক্ষা। ওবামা বললেন, প্রজাতি রক্ষা করে উন্নয়ন। পরিবেশবিদের পরামর্শ মেনে উন্নয়ন।

হার্মাদ ?

১৭/৮১

মধ্যপ্রদেশের মাহান অরণ্য নিকেশ হবে। অরণ্য নিকেশ হয়ে কয়লাখনি হবে। এমন এক আশঙ্কা। এই জঙ্গল চেয়েছে এসার ও হিন্ডালকো। এসার ইংল্যান্ডের আর হিন্ডালকো বিড়লার। এরা জঙ্গলে ঢুকতে চাইছে। ঢুকে জঙ্গল সাফ করতে চাইছে। সাফ করে কয়লা তুলতে চাইছে। কয়লা তুলে বিদ্যুৎ বানাবে ঠিক করেছে। এই জঙ্গল ১০০০ হেক্টরের। এই ১০০০ হেক্টর গভীর জঙ্গল। পরিবেশমন্ত্রক জঙ্গলে ঢোকার ছাড়পত্র দেয়নি। কয়লামন্ত্রক ছাড়পত্র দিয়েছে। আলোচনা চলছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা একসঙ্গে হয়ে বৈঠক করছে। সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে অনেকটাই ইতিবাচক। অর্থাৎ ছাড়পত্র দেওয়ার দিকে।

সোলিগা মাদল...

১৭/৮২

কর্ণাটকের সোলিগা জনজাতি বনরক্ষার অধিকার পেল। এই বনের নাম বিলিগিরি রঙ্গস্বামি টেম্পল ওয়াইল্ডলাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি। গত ২ অক্টোবর এসব হল। সোলিগাদের ২৫টি গ্রাম সভা বন আইনমাফিক বনের অধিকার পেল। সোলিগারা এবার জঙ্গল থেকে ফলপাকুড় ইত্যাদি গৌণ যা কিছু আছে তা নেবে, জঙ্গল রক্ষা করবে, জঙ্গল বাড়াবে। সোলিগাদের এই অধিকার বহু বছরের লড়াইয়ের ফল।

চোরাবালি

১৭/৮৩

কানাডায় 'টার স্যান্ডস' থেকে তেল তুলে নেওয়া হচ্ছে। টার স্যান্ডস হল বালি, যার ভেতর বিটুমেন থাকে। এই বিটুমেন থেকে পেট্রোলিয়াম বের করা যায়। টার বালি বেশি আছে কানাডা তারপর ভেনেজুয়েলায়। কানাডায় এখন এই কাজ দেদার হচ্ছে। টার স্যান্ড থেকে তেল নিষ্কাশনে চলতি পদ্ধতির তুলনায় পরিবেশের ক্ষতি হয় ২৫ শতাংশ বেশি। এদিকে কানাডার তেল উৎপাদনের ৪০ শতাংশ এই টার বালি থেকে।

৮ নোবেল 'শান্তি'- সম্মানিত কানাডার প্রধান মন্ত্রীকে টার বালি থেকে আর তেল না তোলার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

পেটচুক্তি

১৭/৮৪

দেশে চুক্তি চাষ বাড়ছে। চুক্তি চাষের জমি বাড়ছে। গত এক দশকে এর পরিমাণ ১৫ শতাংশ বেড়েছে। বছরে চার হাজার হেক্টর জমি এই চাষের আওতায় আসছে। দেশের ১৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকায় জমি ইজারা দেওয়ার আইন সিদ্ধ

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

হয়েছে। পাঞ্জাবে জমি লিজ দিলে চাষি পাচ্ছেন হেক্টর প্রতি ৫০,০০০। চুক্তি চাষে নেমেছে মাহিন্দ্র, গ্লোবাল এগ্রিসিস্টেম, ফিল্ড ফ্রেশ ইত্যাদি কোম্পানি।

মোক্ষম ! ১৭/৮৫

ফলমূল, প্যাকেট ফলের রস বা পানীয় জলে মিশছে জমির কীটনাশক। কিন্তু এই কীটনাশক বের করা খরচসাপেক্ষ- সময়সাপেক্ষ ছিল, লাগত নানা রাসায়নিক। এখন তা করা যাবে ৩৫ টাকায় দু ঘণ্টায়। পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক গবেষক এসব বানিয়েছেন। এর মধ্যে আছে ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার ফর গ্রেপস পুনা, শিবাজি ইউনিভার্সিটি কোলাপুর ও কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি ভুবনেশ্বর।

পান না ! ১৭/৮৬

মধ্যপ্রদেশে 'পান্না ব্যাঘ্র প্রকল্পে' বাঘ নেই। বাঘ ছিল, নিকেশ হয়েছে। প্রকল্পটি পান্না ও ছাতারপুর জেলা জুড়ে। ১৯৯৪-এর বাঘ-শুমারি মাফিক জঙ্গলে বাঘ ছিল ২৫টা। এখন নেই একটাও। এক গোপন গোয়েন্দা তদন্তে এই তথ্য এসেছে। তদন্ত বলছে, এর কারণ চোরাশিকার। তদন্ত বলছে, এর সঙ্গে যোগ বনরক্ষী তথা নানা উপ-বন আধিকারিকের। অজয় দুবে নামের এক বন-অধিকার কর্মীর তথ্যের অধিকার আবেদনের ভিত্তিতে এইসব তথ্য জনসকাশে এল।

কা বিল ! ১৭/৮৭

খনি নিয়ে নতুন বিল। বিলের নাম মাইনস অ্যান্ড মিনেরালস বিল (ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন ২০১১)। বিল এল সেপ্টেম্বরে। বিলে খনি কোম্পানিকে তার লাভের ভাগ দিতে বলা হয়েছে। এই লাভের ভাগ খনির থেকে ক্ষতিগ্রস্তের জন্য। কয়লার ক্ষেত্রে এই লভ্যাংশ শতকরা ছাব্বিশ, লোহা ও চুনাপাথরে এর পরিমাণ সরকারকে দেয় অর্থের সমান। বালি বা মার্বেলের মতো গৌণ খনিজে লভ্যাংশ মাইনিং রেগুলেটরি অথরিটির সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে ঠিক হবে।

ন তু ন | ব ই

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

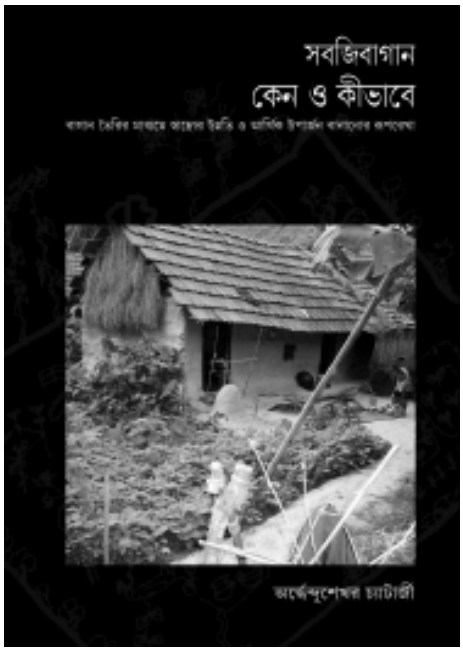

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা।। পাতা সংখ্যা ৪৫।। দাম ১৫ টাকা।

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু